মটর (Pea)

মটর দুই প্রকারের যেমন বাগিচা মটর এবং ক্ষেত মটর। বাগানের মটর শুঁটি প্রধানত সবজি হিসাবে সমাদৃত। ক্ষেত মটর ডাল এবং পশুখাদ্য হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। মটর চাষের পর একর প্রতি ১৮-২০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন মাটিতে সঞ্চিত হয়ে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

জলবায়ু ঃ মটর চাষের জন্য ১৫-২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিশেষ উপযোগী। অধিক তাপমাত্রায় অঙ্কুরোদগম হলে গাছ রোগের জীবানুর প্রতি অধিক সংবেদনশীল হয়, ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গাছের পাতা কুকড়ে মারা যাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে সকল স্থানে হঠাৎ অধিক ঠাণ্ডা অথবা অধিক গরম পড়ে সে সকল স্থানে শুঁটির ফলন ভাল হয় না।

জমি নির্বাচন ঃ নির্বাচিত জমির উত্তম জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ভাল ফলনের জন্য বেলে দোঁয়াশ থেকে এ্যাটেল দোঁয়াশ মাটি যুক্ত জমি নির্বাচন করা শ্রেয়। মটর গাছ অত্যাধিক অম্ল, ক্ষার অথবা লবনাক্ত মাটি পছন্দ করে না। মাটির পি.এইচ (pH) ৬-৭.৫ উত্তম। বেশী অম্ল মাটিতে মটর চাষের আগে চুন অথবা ডলুমাইট প্রয়োগ করে শোধন করা উচিত। বন্যা কবলিত এলাকায় বন্যার জল সরে গেলে পলিমাটির মধ্যে ও মটর চাষ করা যায়।

জাত ঃ সবজি মটরের মধ্যে আর্কেল এবং বোনোভিলা জাত দুইটি খুবই প্রচলিত।

আর্কেল ঃ সবুজ শুঁটির ফলন একর প্রতি ৪ টন। বপনের প্রায় ১০০ দিনের মধ্যে বীজ পরিপক্ক হয়। সময়মতো বীজ বপন করা হলে, জলদি জাতে পাউডারি মিলডিউ রোগ হয় না, কিন্তু দেরীতে বপন করা ফসলে রোগের প্রকোপ খুব বেশী হয়। বীজের ফলন একর প্রতি ৬০০ কেজি।

বোনেভিলা ঃ সবজি মটরের অন্যান্য জাতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হরভজন, নিউপুসা — ২০ (এন.পি. — ২০), জহর মটর ১,২,৩,৪,৫, আর্লি বাজার, আর্লিজায়েন্ট, নিউলাইন, পন্থউপহার (আই.পি. — ৩) পারফেক্শন, কৃষ্ণনগর ডোয়ার্ফ, লিনক্লোন, জে.পি. — ১৯, পি.—৮৮, ভি.এল—৩, পন্থনগর মটর —২ ইত্যাদি। জে.পি.—১৯ জাতের সবুজ কচি শুঁটি খোসা সহ রান্না করে খাওয়ার উপযুক্ত। ক্ষেত মটরের অর্থাৎ ডাল মটরের জাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বহরমপুর—২২ (বি-২২), টি—১৬৩, রচনা, বি.আর.—১৭৮, বি.আর.—১২, টি—৩৬, জি.এফ—৬৮ ইত্যাদি। জি.এফ—৬৮ জাত সবজি মটর হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।

জমি তৈরী ও বীজ বপন ঃ সাধারণত পাট এবং জলদি আমন ধান কাটার পর মটর চাষের জন্য জমি তৈরীর কাজ শুরু করা প্রয়োজন। পাওয়ার টিলার দ্বারা ২-৩ বার আড়াআড়ি চাষ দিয়ে, আগাছা ইত্যাদি বাছাই করে মই দিয়ে ওপরতল সমান করা হয়। জল নিষ্কাশনের এবং জল সেচের জন্য সম্পূর্ণ জমিকে ছোট ছোট ভাগ করে প্রয়োজনীয় নালীর ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক। মাটির আর্দ্রতা কম থাকলে প্রাক্ বপন সেচ দিয়ে জমির জো (তস) বজায় রেখে বীজ বপন করা উচিত। এতে সমস্ত জমির মধ্যে সমভাবে অঙ্কুরোদ্গম হয়। জলদি জাত যেমন আর্কেল, আর্লিবাজার, হরভজন ইত্যাদির বপন অবশ্যই কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝির মধ্যে শেষ করতে হবে। নাবি জাতের ফসল যেমন বোনেভিলা, কৃষ্ণনগর ডোয়ার্ফ, নিউলাইন, পারফেক্শন ইত্যাদি কার্ত্তিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়নের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত বপন করা যায়। তারপর মটর বপন করা হলে ফলন কম হয়। মোট কথা মটর বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময় কার্ত্তিক মাস। মধ্যম ও নাবি জাতের আমন ধান কাটার দুই সপ্তাহ আগে, জমির জল বের করে, নরম কাদা জমিতে, বিনা চাষে, মটর পয়রা ফসল হিসাবে চাষ করা যায়। এই ক্ষেত্রে মটর বীজ ভিজিয়ে নিয়ে অঙ্কুরিত অবস্থায় ছিটিয়ে বপন করা হয় এবং বীজের পরিমাণ সাধারণ ফসল অপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যবহার

করার প্রয়োজন হয়। পয়রা চাষে ধান কাটার সময় ন্যাড়া লম্বা রাখলে পরবর্তী সময় আকর্ষ জড়িয়ে আশ্রয়কারী বা অবলম্বনের কাজ করে। এছাড়া মটর মিশ্র ফসল হিসাবে সারিতে গম, সরষে, তিসি, আখ, ভূট্টা ইত্যাদির সঙ্গেও চাষ করা যায়।

বীজ বপনের এক সপ্তাহ আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে থাইরাম ৩ গ্রাম অথবা ক্যাপটান ২.৫ গ্রাম অথবা বেভিষ্টিন ২ গ্রাম অথবা থাইরাম ২ গ্রাম + বেভিষ্টিন ১ গ্রাম বীজের সঙ্গে মিশিয়ে শোধন করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন থাইরাম ২ গ্রাম + কার্বেনডাজিম (বেভিষ্টিন) ১ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে শোধন করা হলে বীজের ত্বকের ওপরের এবং বীজের ভিতরের রোগজীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব, এমন কি বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা গজানোর পর প্রায় তিন সপ্তাহ সময়কাল পর্যন্ত রোগ প্রতিষেধকের কাজ করে।

সারিতে বপন করা হলে বীজের পরিমাণ কম লাগে, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, অন্তর্বর্তী পরিচর্যা এবং ফসল তোলা সহজতর হয়। জি.এফ—৬৮ জাত কম দূরত্বে (২০ সে.মি. x ১০ সে.মি.) টি-১৬৩, আর্কেল, রচনা ইত্যাদি মাঝারি দূরত্বে (৩০ সে.মি. x ১০ সে.মি.) অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ৩০-৩৫টি গাছ এবং বি—২২, বোনেভিলা ইত্যাদি জাত ৪৫ সে.মি. x ১০ সে.মি. দূরত্বে বপন করা শ্রেয়।

খাদ্যের ব্যবস্থাপনা ঃ মটর চাষে জমি তৈরীর সময় প্রথম চাষে একর প্রতি ৪ টন কম্পোষ্ট অথবা আবর্জনা সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন (১৭.৩৬ কেজি ইউরিয়া), ২০ কেজি ফসফেট (১২৫ কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট) এবং ১০ কেজি পটাশ (১৬.৬০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ) সার প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের কৃষক ভাইয়েরা সাধারণত অনউর্ব্বর মাটিতে জল শস্যের চাষ করে থাকে, তাই গাছের বাড় ভাল হয় না, এই ক্ষেত্রে ফুল আসার আগে একর প্রতি ৪ কেজি নাইট্রোজেন (৮.৬০ কেজি ইউরিয়া) চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করে জলসেচ দেওয়া উচিত।

জলের ব্যবস্থাপনা ঃ মটরের চাষে জলের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম। তবে জমিতে বপনের সময় মাটির রসের গুরুত্ব খুব বেশী। তাই শুকনো জমিতে

মটর চাষে বীজ বপনের আগে অবশ্যই একটি প্রাক বপন সেচ দেওয়া উচিত। মটর চাষে অতিরিক্ত জল যেন না দাঁড়ায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী, বেশী জল দিলে গাছ হলুদ হয়ে যায় এবং ফলন কম হয়। মটরের আয়ুষ্কালের মধ্যে মোট ২০-২৫ হেক্টর সে.মি. জলের প্রয়োজন হয়। বৃষ্টি না হলে বীজ বপনের এক মাস, দেড় মাস এবং দুই মাসের মাথায় তিনটি সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ঃ বীজ বোনার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করা এবং ঘন বোনা গাছ পাতলা করে দেওয়া প্রয়োজন। প্রতি বর্গমিটারে মোটামুটি ৩০-৩৫টি গাছ থাকা আবশ্যক। সারিতে বপন করা মাঠে চাকার নিড়ান এবং ছিটিয়ে বোনা ফসলে হাত নিড়ি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা যায়। মাঠে আগাছার প্রাদুর্ভাব বেশী হলে বীজ বোনার দেড় মাস পর দ্বিতীয় বার নিড়ি দেওয়া উচিত। আগামীদিনের বীজের জন্য ফসল রাখা হলে কমপক্ষে ১০ মিটার স্বতন্ত্রীকরণ দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক।

ফসল তোলা ঃ মাঠ থেকে সময়মত ফসল তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জলদি জাতের সবজি মটরের শুঁটি বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে এবং নাবি জাতের ক্ষেত্রে ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে প্রথম বার তোলার উপযোগী হয়। প্রথম শুঁটি তোলার সময় একর প্রতি ১.৫ টন, ৫-৬ দিন পর দ্বিতীয় বার ২ টন এবং সপ্তাহ খানেক পর তৃতীয় বার ১.৫ টন, তিন বারে মোট একর প্রতি ৫ টন সবুজ শুঁটির ফলন পাওয়া যায়।

ক্ষেত মটর যা ডালের জন্য চাষ করা মাঠে ১২০-১৩০ দিনের মধ্যে পাতা হলদে হয়ে আসলে এবং শুঁটি ও বীজের রঙ ও সবুজ থেকে হালকা হলুদ এবং শক্ত পোক্ত হলে বুঝতে হবে ফসল তোলার সময় হয়েছে। একর প্রতি মটর দানার ফলন ৬০০-৮০০ কেজি।